টিসিবি'র উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের তথ্যচিত্র:

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেশের বিপর্যস্থ অর্থনীতির মধ্যে পর্যাপ্ত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ এবং শিল্পের কাঁচামাল যোগান নিশ্চিতকরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১ জানুয়ারী, ১৯৭২ সনে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর টিসিবি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য আমদানি ও রপ্তানির কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে দেশের তৈরী পোশাক রপ্তানিখাত যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে তার পথিকৃৎ টিসিবি। টিসিবিই প্রথম বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোশাক রপ্তানি করে। তবে বর্তমান সরকার টিসিবি'র জনবল এবং গুদাম ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নানামুখী কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে টিসিবিকে শক্তিশালী করেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে টিসিবি'র কার্যক্রম বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। টিসিবি বর্তমানে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট বছর ব্যাপী সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয় করছে, যা একাধারে যেমন দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করছে, অন্য দিকে নিম্ন আয়ের নাগরিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে। এতে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দ্রারিদ্র বিমোচনসহ জীবন মানের উন্নতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, দেশের অভ্যান্তরে পণ্য সরবরাহ ও পণ্য মূল্য স্বাভাবিক রাখতে সরকারের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে টিসিবি তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

বর্তমান সরকার টিসিবি'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নানামুখী কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টিসিবি গঠনের আদেশ নং পি.ও ৬৮/১৯৭২ সংশোধনপূর্বক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করে আপদকালীন মজুদ (Buffer Stock) গড়ে তোলার বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে। টিসিবি'র অনুমোদিত মূলধন ০৫ (পাঁচ) কোটি হতে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

টিসিবি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিগত ১০ বছরে টিসিবি'র ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় (বরিশাল, রংপুর, মৌলভী বাজার ও ময়মনসিংহ) এবং ৪টি ক্যাম্প অফিস (কুমিল্লা, ঝিনাইদহ, মাদারীপুর ও বগুড়া) মোট ৮টি কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, দিনাজপুর ও গাজীপুরে আরো দুইটি কার্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতে আরো কার্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে টিসিবি বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আপদকালীন মজুদ বজায় রাখছে। এ প্রেক্ষিতে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামে পণ্যের মজুদ বৃদ্ধির জন্য গুদাম নির্মাণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের ক্ষমতা ছিল ৯,৫৭০ (নয় হাজার পাঁচশত সত্তর) মেঃটন। যা পর্যায়ক্রমে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে টিসিবি'র মোট গুদামের ধারণ ক্ষমতা প্রায় (নিজস্ব ও ভাড়াকৃত) ২৭,০০০ (সাতাশ হাজার) মেঃটন। এতদব্যতীত, গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণ এর নিমিত্ত চট্টগ্রাম, সিলেট (মৌলভীবাজার) এবং রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে সরকারি অর্থায়নে ২৮ (আটাশ) কোটি টাকা ব্যয়ে গুদাম নির্মাণ এর প্রকল্প চলমান রয়েছে।

প্রান্তিক পর্যায়ে টিসিবি'র সেবা পৌঁছাতে ডিলার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এছাড়া, ইতোমধ্যে প্রায় ৪,৭২৪ (চার হাজার সাতশত চব্বিশ) জন ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে টিসিবি'র সুবিধা পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, আরো ৫,৬৫২ জন আবেদনকারীকে টিসিবি'র ডিলার নিয়োগ দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিদ্যমান ডিলারদের Database প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে করে যে কোন সময় অতি দ্রুত ডিলারগণের তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। ফলে কাজের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশের জনগণকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে স্বস্তিতে রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টিসিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে টিসিবি তুলনামূলকভাবে অনেক গুণ গতিশীল হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় মার্চ ২০২২ সাল হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি

মাসে নিম্ন আয়ের ০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ২ লিটার সয়াবিন তেল, ২ কেজি মসুর ডাল, ১ কেজি চিনি ভুর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মহতি উদ্যোগের ফলে প্রতি পরিবারে ০৫ জন করে সুবিধাভোগী বিবেচনা করা হলে প্রতি মাসে ৫ কোটি জনগণ অর্থনৈতিকভাবে প্রত্যক্ষ লাভবান হচ্ছে। এছাড়া, বিশাল সংখ্যক ভোক্তাদের মধ্যে সরাসরি পণ্য সরবরাহ করায় বাজারের উপর কম চাপ পড়ে। ফলে একদিকে ৫ কোটি ভোক্তা সরাসরি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে, অপরদিকে দেশের সকল শ্রেণির ভোক্তা স্থিতিশীল বাজারের সুবিধা ভোগ করছে। নিয়মিত পণ্য পাওয়ায় দেশের বিশাল সংখ্যক জনগণ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি স্বস্তিতে আছে। ফলে আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। মানবিক এই কার্যক্রম চলমান থাকার ফলে প্রায় ৫ হাজার ডিলারের সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ, লোড-আনলোড, পরিবহন, প্যাকিং, মার্কিং সহ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ফলে বিশাল সংখ্যক শ্রমিক সহ বিভিন্ন পেশার অনেক পেশাজীবী, সাধারণ জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে টিসিবি'র পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

চিত্র-১: নিম্ন আয়ের জনগণকে ডিজিটাল ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ।

চিত্র-২: মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়, সিনিয়র সচিব মহোদয় এবং টিসিবি'র চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক পণ্য বিতরণ।

চিত্র-৩: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়, টিসিবি'র চেয়ারম্যান মহোদয়, পরিচালক মহোদয় এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক পণ্য বিতরণ।

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)

প্রধান কার্যালয়

১, কাওরান বাজার, ঢাকা।

টিসিবি'র কর্মকর্তাগণের নাম, পদবি ও মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল হালনাগাদকরণ:

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ক্র:নং	নাম	পদবি	মোবাইল নং ও ই-মেইল
১.	জনাব মোনালিসা পারভীন	সহকারী কার্যনির্বাহী (বাণিজ্যিক)	০১৩০৩০৭০৮২৩ tcbimp@tcb.gov.bd
২.	জনাব আকলিমা আক্তার	সহকারী কার্যনির্বাহী (সিএমএস ও বিওবি)	০১৮১৪-৩০৫৪০৬ tcbcms@tcb.gov.bd
৩.	জনাব মো. রাশেদুল ইসলাম	সহকারী কার্যনির্বাহী (সিএমএস ও বিওবি)	০১৫১৫২৯৯১৪৬ tcbcms@tcb.gov.bd

আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর

ক্র: নং	নাম	পদবি	মোবাইল নম্বর
০১.	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	উপ-উর্ধ্বতন কার্যনির্বাহী (অফিস প্রধান)	০১৯৯০৩৬২৩১৭ tcbrng@tcb.gov.bd

ক্যাম্প অফিস, বগুড়া

ক্র: নং	নাম	পদবি	মোবাইল নম্বর
০১.	জনাব প্রতাপ কুমার	উর্ধ্বতন কার্যনির্বাহী (অফিস প্রধান)	০১৭১৯২০৩০২৬ tcbocbgr@tcb.gov.bd